**(চ) অশোকের ধম্ম ঃ** মানুষ ও শাসক হিসাবে অশোকের মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর প্রচারিত 'ধম্মে'র আদর্শগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। কল্‌হনের রচনা থেকে জানা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধ পর্যন্ত অশোক শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর মনে পরিবর্তনের সূচনা করে। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও পরে তা গ্রহণ করেন। অশোকের নির্মিত স্তূপ, লেখমালায় প্রচারিত অনুশাসন ও তাঁর রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বান প্রভৃতির দ্বারা এই ধর্মান্তরীকরণের কথা সমর্থিত হয়।

প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে 'ধম্ম' শব্দটি নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নৈতিক দিক থেকে 'ধম্ম' হল উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান বজায় রেখে কিছু সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি। দার্শনিক অর্থে 'ধম্ম' হল বৌদ্ধদের চোখে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক স্বীকৃত পার্থিব অস্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান। অশোক 'ধম্ম' শব্দটিকে প্রথম অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর চোখে 'ধম্ম' হল প্রধানত নৈতিক ও সামাজিক আচরণবিধি, যার মধ্যে প্রাণীজগতও অন্তর্ভুক্ত। মাস্‌কি লেখতে অশোক প্রথম 'ধম্ম' শব্দটি ব্যবহার করেন। ব্রহ্মগিরি লেখ'র দ্বিতীয়াংশে তিনি এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেন ও অন্যান্য লেখতে এর ব্যাখ্যা দেন। সপ্তম স্তম্ভলেখতে তিনি সকলকে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, দরিদ্র ও দুঃস্থ, এমনকি ভৃত্য ও ক্রীতদাসদের প্রতি উদার ও মানবিক আচরণের কথা বলেছেন।

'ধম্ম' ছিল কিছু আচরণবিধির সমষ্টি যা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক বিধির মধ্যে কিছু গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল, (১) দয়ে (দয়া), (২) দানে (দান), (৩) সচে (সত্য), (৪) শোচয়ে (শুচি), (৫) মাদবে (ভদ্রতা), (৬) বহু কয়ানে (অনেক সৎ কাজ)। 'ধম্ম' অনুসরণকারীদের কিছু কর্তব্যকর্মেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল, (১) অনারম্ভ প্রাণানাম (প্রাণী হত্যা থেকে বিরত হওয়া), (২) অভিহিশ ভূতানাম (জীবিত প্রাণীর ক্ষতি না করা), (৩) পিতরি মাতরি শুশ্রূষা (পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা), (৪) থৈর শুশ্রূষা (বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা), (৫) গুরুনাম অপচিতি (গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা), (৬) মিতর সমস্তুত-নতিকরম, ব্রাহ্মণ সমাননম (ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, মিত্র ও আত্মীয়দের প্রতি সুব্যবহার), (৭) অপব্যয়তা (অল্পব্যয়)। (৮) অপভাণ্ডত (অল্প সঞ্চয়)।

নেতিবাচক অর্থে অশোকের 'ধম্মে' কিছু অপঅশিনভ বা চারিত্রিক কলুষতার উল্লেখ আছে, যা পাপের সমার্থক। এগুলি হল, (১) চণ্ডিয় (হিংসা), (২) নিথুলিয়ে (নিষ্ঠুরতা), (৩) কোধে (ক্রোধ), (৪) মানে (অহমিকা), (৫) ইস্যা (ঈর্ষা)। 'ধম্ম' অনুসরণকারীদের এগুলির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

'ধম্ম' কতটা অনুশীলন করা হচ্ছে তা দেখার জন্য অশোক পতিভেখা (পর্যবেক্ষণ) বা আত্মসমালোচনার কথা বলেছেন। তিনি কিছু মৌলিক মানসিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলি ছাড়া 'ধম্মে'র অনুশীলন অর্থহীন। এগুলি হল, (১) সংয়ম (সংযম), (২) ভাবশুদ্ধ (মনের বিশুদ্ধতা), (৩) কৃতজ্ঞতা (কৃতজ্ঞতা)।

নৈতিক বিধি মেনে চলা ছাড়াও 'ধম্মের' অপর দুটি বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়সাধন এবং প্রাণীজগতের প্রতি দয়াপ্রদর্শন। অশোক সব সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন ও তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রদর্শনেরও আহ্বান জানান। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বিকাশের সর্বোত্তম পন্থা হল বাচ্‌গুপ্ত বা বাক্‌সংযম এবং সব সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন। তাঁর আদেশে যে-কোন ধর্মমতের মানুষ সাম্রাজ্যের যে-কোন স্থানে বসবাস করতে পারত। বৌদ্ধসঙ্ঘ ছাড়াও আজীবিক ও নির্গন্থ বা জৈনদের কল্যাণার্থে ধর্মমহামাত্রদের নিযুক্ত করা হয়।

একই সঙ্গে অশোক প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছেন। রোগমুক্তি, সন্তানের জন্ম ও বিবাহাদিতে বিভিন্ন মেয়েলী অনুষ্ঠানের নিন্দা করে তিনি নৈতিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। কোন উৎসব উপলক্ষে সমাবেশ, যজ্ঞে পশুবলি ও সম্ভবত তাঁর রাজপ্রাসাদেও পশুহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। 'ধম্ম' অনুশীলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে অশোক স্বর্গের কথা বলেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থানেই মানুষের সুখশান্তি সুনিশ্চিত করা। পরিশেষে, বাহুবলে রাজ্যজয়ের পরিবর্তে তিনি ধর্মবিজয়ের কথা ঘোষণা করেন। এই নীতি শুধু প্রতিবেশী রাজ্যগুলি নয়, অরণ্যবাসীদের মধ্যেও সার্থকভাবে প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়।

অশোকের নির্দেশিত ও প্রচারিত 'ধম্ম' প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ হলেও 'ধম্ম' হিসাবে তিনি যা প্রচার করেন তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কিছু মূলনীতিই অনুপস্থিত। যেমন, আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ চিন্তা, গৌতম বুদ্ধের অতিপ্রাকৃত গুণাবলী। ফ্লিট, ভিনসেন্ট স্মিথ ও রাধাকুমুদ মুখার্জির মত পণ্ডিতরা মনে করেন 'ধম্মে'র মধ্যে সব ধর্মের সারবস্তু আছে, অথচ কোন বিশেষ ধর্মের ছাপ নেই। রিজ্ ডেভিড্‌স মন্তব্য করেছেন, 'ধম্ম' কোন বিশেষ ধর্ম ছিল না, সচেতন মানুষের যা করা উচিত, 'ধম্মে' তাই করতে বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর মনে করেন 'ধম্ম' পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম। তিনি দেখিয়েছেন, গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য যেমন কঠোর আচরণবিধি স্থির করে দেন, গৃহীদের জন্য তিনি নির্দেশ করেন গৃহী বিনয় বা গৃহীদের আচরণবিধি। অশোক নিজে গৃহী ছিলেন ও প্রজারাও ছিল গৃহী। সেইজন্য প্রজাদের হিতার্থে তিনি গৃহী বিনয়কেই 'ধম্ম' হিসাবে প্রচার করেন। 'ধম্মে'র সঙ্গে অনেকে বৌদ্ধ সাহিত্য ধম্মপাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। উভয়েই অহিংসার ওপর জোর দিয়েছে, অশোকের 'ধম্মের' সঙ্গে ধম্মপাদে বর্ণিত বৌদ্ধ নীতিবোধের মিল আছে। উভয়ের ভাব ও ভাষা ছিল অনুরূপ, অতএব একটি অপরের পরিপূরক বলে মনে করা হয়। অশোকের 'ধম্মে'র সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন বিরোধ ছিল না। 'ধম্মে'র মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। 'ধম্ম' এমন এক মানসিকতা গঠন করতে চেয়েছিল যা সামাজিক দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করবে, মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবে ও সমাজকে দেখবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক অশোকের 'ধম্ম'কে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বীর মতে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে মৌর্য সমাজে একাধিক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, পুরনো বর্ণ ব্যবস্থা দিয়ে যাকে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়াতে 'ধম্ম' একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। 'ধম্মে'র মধ্যে সব শ্রেণী, রাজা ও নাগরিক, তাদের সাধারণ মিলনক্ষেত্র খুঁজে পায়। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন, মৌর্য শাসনব্যবস্থা ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী। বিশাল সাম্রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। 'ধম্ম' প্রচারের মাধ্যমে অশোক প্রজাসাধারণের উদার অংশের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিলেন। এই অংশের পেছনে উদীয়মান বণিকশ্রেণী থাকায় অশোকের কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকায় 'ধম্মে'র মধ্যে অশোক এক সাংস্কৃতিক বন্ধনসূত্র খুঁজে পান। একই কথা বনগার্ড লেভিন একটু অন্যভাবে বলেছেন। তাঁর মতে

অশোকের 'ধম্ম' প্রচারিত হয়েছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনে অর্থাৎ বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত মৌর্য সাম্রাজ্যে সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভাবধারার কাছে ঋণী, অশোকের 'ধম্ম' ছিল একটি ব্যবহারিক, সুবিধাজনক ও নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতির নির্দেশনামা। দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় যাদের অভিরুচি ছিল না, 'ধম্ম' তাদের কাছে ছিল সহজ, সুন্দর এক আপোষ মীমাংসা। ব্যক্তি ও শাসক, অশোক ছিলেন এই দ্বৈতসত্তার অধিকারী। বৌদ্ধধর্ম ছিল ব্যক্তি অশোকের ধর্ম। আবার বৌদ্ধধর্মকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন মানবজাতির সামাজিক ও বৌদ্ধিক প্রেরণা হিসাবে। উভয়ের সংমিশ্রণে 'ধম্মের' উদ্ভাবন। 'ধম্ম' ছিল একটি নৈতিক নির্দেশিকা।

**(ছ) অশোকের 'ধম্ম'প্রচার ঃ** বৌদ্ধধর্ম ও তাঁর নিজের 'ধম্মের' আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক যে ব্যবস্থা নেন তার ফলে একটি আঞ্চলিক ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়। রাজত্বের অষ্টম বর্ষে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও দশম বর্ষের মাঝামাঝি তিনি ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ষষ্ঠ শিলালেখতে তিনি বলেছেন মানুষের উপকার করার মত বড় কর্তব্য আর নেই। চতুর্থ শিলালেখতে তিনি দাবি করেন যে প্রজাদের সামনে স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী, হস্তী, অগ্নি প্রভৃতি প্রদর্শন করে তিনি তাদের শুধু আনন্দদানই করেননি, তাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবেরও জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। অষ্টম শিলালেখতে বলা হয়েছে, তিনি বিহারযাত্রার বা প্রমোদযাত্রার স্থলে ধর্মযাত্রার প্রচলন করেন। সেইসূত্রে গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি তিনি পরিভ্রমণ করেন। এই যাত্রাকালে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও নির্গন্থদের তিনি মুক্তহস্তে দান করেন। দিগ্বিজয়ের স্থলে ধর্মবিজয় নীতি গৃহীত হয়। ভেরীঘোষ পরিণত হয় ধর্মঘোষে। পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করে তিনি শাস্ত্রীয় বিতর্কগুলি সম্পর্কে এক সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত উদ্যোগ ও রাজকীয় নীতির পরিবর্তনসাধন ছাড়াও অশোক প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা নেন। 'ধম্মে'র মর্মার্থ দেশবাসীকে বোঝাবার জন্য যুত, রাজুক, প্রাদেশিক প্রভৃতি কর্মচারীদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমার আদেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি, জনহিতকর কাজ ও রাজকীয় দান পরিচালনার জন্য ধম্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর উচ্চপদমর্যাদার কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। অশোক ঘোষণা করেছিলেন, 'সব মুনিষে পজা মমা' অর্থাৎ সব মানুষ আমার সন্তান। সেইমত রাজকর্মচারীদের তিনি আদেশ দেন প্রজাদের সব অভাব অভিযোগের প্রতিকার করতে। রাজপথের ধারে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের দণ্ড রহিত না করলেও তাদের তিনদিন বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবত এই সময় তারা পুনর্বিচারের আবেদন করতে পারত। অভিষেকের বর্ষপূর্তিতে তিনি বন্দীমুক্তিরও ব্যবস্থা করেন। শুধু মানুষ নয়,জীবজন্তুর মঙ্গলসাধনের জন্যও অশোক কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যাগযজ্ঞে পশুবলি নিষিদ্ধ হয়। কোন সামাজিক উৎসবে পশুর লড়াই ও অত্যধিক মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়। বিদেশ থেকে ওষধি এনে মানুষ ও পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

অশোক একদল ধর্মপ্রচারককে বিদেশেও প্রেরণ করেন। ত্রয়োদশ শিলালেখতে বলা হয়েছে যে পাঁচটি গ্রীক শাসিত রাজ্যে তাঁর দূত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করে। এগুলি হল সীরিয়া, মিশর, সাইরিনি, ম্যাসিডোনিয়া ও এপিরাস। তাঁর পুত্র বা ভাই ও কন্যা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যান। তবে গ্রীকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রয়াস কতটা সফল হয়েছিল এ নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ব্যাকট্রিয়রাজ মিনান্দারের বৌদ্ধধর্ম

গ্রহণ, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিংহলে এক বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণের সময় বহু বৌদ্ধ গ্রীকের উপস্থিতি, ব্যাকট্রিয়া থেকে বৌদ্ধ গ্রীক ধর্মপ্রচারকদের চীনযাত্রা, পশ্চিম ভারতের বৌদ্ধ গুহামন্দির নির্মাণে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের সহায়তা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত অশোকের দাবি সমর্থন করে। তবে মনে করা হয় সীরিয়া ও ব্যাকট্রিয়ার বাইরে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে অশোকের সাফল্য ছিল সীমিত।

অশোক তাঁর 'ধম্মে'র বাণীগুলি প্রচারের উদ্দেশ্যে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। লেখমালার আকারে বাণীগুলি তিনি পাহাড় বা প্রস্তর স্তম্ভের ওপর উৎকীর্ণ করতেন। এই ধরনের শিলা ও স্তম্ভলেখ মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে সুদীর্ঘ রাজপথগুলির পাশে পাওয়া গেছে। অশোকের ধর্মপ্রচার ও জনকল্যাণমূলক কার্যাদি হয়ত তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি। সামাজিক উত্তেজনা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বর্ণভেদ প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলিরও সমাধান হয়নি। তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে 'ধম্ম' তার গুরুত্ব হারায়। কিন্তু স্বল্পকালের জন্য হলেও বৈচিত্র্যময় ভারতভূমিতে ঐক্য ও সহমর্মিতার বাতাবরণ গড়ে তুলতে অশোকের 'ধম্ম' ছিল এক শক্তিশালী বন্ধনসূত্র। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকেও তিনি এই বৃত্তের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন।